রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

২০২৩ সনের ৫২ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, ডিসেম্বর ২৮, ২০২৩

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা নং
১ম খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৮৮১—৮৯১
২য় খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১৬৪৩—১৬৬৯
৩য় খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৪র্থ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারী চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১৩৫৭—১৩৭১
৭ম খণ্ড—অন্য কোন খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম খণ্ড—বেসরকারী ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	৪৯
ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
(৬) ....ইং তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
উর্ধ্বতন নিয়োগ-২ শাখা

শোক বার্তা

তারিখ: ২৫ আশ্বিন ১৪৩০/১০ অক্টোবর ২০২৩

নং ০৫.০০.০০০০.১৩১.০০.১৩২.২৩-৭০৪—বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের উপসচিব জনাব জিনাত জাহান (১৬৩১২) গত ০৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

০২। উপসচিব জনাব জিনাত জাহান ০১ মার্চ ১৯৮০ তারিখে পটুয়াখালী জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ২০০৮ সালে বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারে যোগদান করেন এবং ০১ নভেম্বর ২০২২ তারিখে সরকারের উপসচিব পদে পদোন্নতি লাভ করেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন এবং সর্বশেষ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের উপসচিব হিসাবে কর্মরত ছিলেন।

০৩। জনাব জিনাত জাহান তাঁর দীর্ঘ চাকরি জীবনে অত্যন্ত কর্তব্যপরায়ণ, দক্ষ, নিষ্ঠাবান ও সদালাপী কর্মকর্তা ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্বামী, দুই সন্তান, আত্মীয়-স্বজন এবং অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

০৪। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জনাব জিনাত জাহান এর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশসহ তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করছে এবং মৃতের পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী
সিনিয়র সচিব।

মোঃ তাজিম-উর-রহমান, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www. bgpress. gov. bd

[একই স্মারক ও তারিখে প্রতিস্থাপিত]
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
[কাস্টমস রপ্তানি ও বন্ড শাখা]

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৩ আশ্বিন, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ/০৮ অক্টোবর, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৪১/২০২৩/কাস্টমস/৪৮৭।—The Customs Act, 1969 (Act-IV of 1969) এর Section-13(2) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক হযরত শাহ জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকায় অবস্থিত মেসার্স র‍্যাংগস ইলেকট্রনিকস লিঃ (বন্ড লাইসেন্স নং-৮৫৭/কাস/এসবিডব্লিউ/ ২০১৩, তারিখ: ১১-০৪-২০১৩ খ্রিঃ) নামীয় শুল্কমুক্ত বিপণীর অনুকূলে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের জন্য বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা নির্ধারণ করিল, যথা:

ক্রঃ নং	আমদানিকৃত পণ্য	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের জন্য সুপারিশ (মা. ডলার)
১।	লিকার ও অন্যান্য ড্রিংকস	৩৫,০০০.০০
২।	সিগারেট, সিগার ও টোব্যাকো	৬০,০০০.০০
৩।	কসমেটিক্স, কনফেকশনারী, পারফিউম ও টয়লেট্রিজ	৮,০০০.০০
		১,০৩,০০০ (এক লক্ষ তিন হাজার মার্কিন ডলার)

মুহাঃ মাহবুবুর রহমান
প্রথম সচিব (কাস্টমস: রপ্তানি ও বন্ড)।

ভূমি মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-৩ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২০ আশ্বিন ১৪৩০ বঙ্গাব্দ/০৫ অক্টোবর ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৩১.০০.০০০০.০৩৭.২৭.০৮৮.২০-৩২৫—যেহেতু, দুর্নীতি দমন কমিশনের ০৩-১০-২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ তারিখের ০০.০১.০০০০. ২০৩.৩২.০৮৫.২০-৩৬৫৪৮ নম্বর স্মারকমূলে অবহিত করা হয়েছে যে, দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, ঢাকা-১ এর মামলা নম্বর: ১৩(৭)২০১৯ হতে উদ্ভূত মেট্রো বিশেষ মামলা নম্বর: ৮০/২০১৯ এর আসামী জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম, প্রাক্তন কানুনগো, ভূমি অধিগ্রহণ শাখা, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঢাকা, প্রাক্তন কানুনগো, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, গাজীপুর (সাময়িক বরখাস্তকৃত) এর বিরুদ্ধে চার্জশীট গৃহীত হয়ে বিচার নিষ্পত্তি শেষে গত ২৮-০২-২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ তারিখের রায়ে দণ্ডবিধির ১৬৮ ধারায় ০৬ মাসের সশ্রম কারাদণ্ডসহ ০৫ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ০৭ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং দণ্ডবিধির ৪২০ ধারায় ০১ বছর ০৬ মাসের সশ্রম কারাদণ্ডসহ ১০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ১৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। সর্বশেষ গত ২৮-০৫-২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে আসামী আপীলের শর্তে জামিন মঞ্জুরের প্রার্থনা করলে মাননীয় আদালত আসামীর জামিন না-মঞ্জুরক্রমে আসামীকে জেল হাজতে প্রেরণ করেন; এবং

যেহেতু, সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এর ৪২(১) 'ফৌজদারি মামলায় দণ্ডিত কর্মচারীর ক্ষেত্রে ব্যবস্থা' শিরোনামের ধারায় উল্লেখ রয়েছে যে, 'কোনো সরকারি কর্মচারী ফৌজদারী মামলায় আদালত কর্তৃক মৃত্যুদণ্ড বা ১(এক) বৎসর মেয়াদের অধিক মেয়াদের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলে, উক্ত দণ্ড আরোপের রায় বা আদেশ প্রদানের তারিখ থেকে চাকরি হইতে তাৎক্ষণিকভাবে বরখাস্ত হইবেন';

এমতাবস্থায়, সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এর ৪২(১) ধারা মোতাবেক, জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম, প্রাক্তন কানুনগো, ভূমি অধিগ্রহণ শাখা, জেলা প্রশাসকের কায়ালয়, ঢাকা এবং প্রাক্তন কানুনগো, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, গাজীপুর (সাময়িক বরখাস্তকৃত)-কে বর্ণিত দণ্ডারোপের রায়ের তারিখ অর্থাৎ ২৮-০২-২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ থেকে চাকরি হতে বরখাস্ত করা হলো। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

প্রদীপ কুমার দাস
অতিরিক্ত সচিব (মাঠ প্রশাসন)।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
ডি-৭ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৭ আশ্বিন ১৪৩০/১২ অক্টোবর ২০২৩

নং ২৩.০০.০০০০.০৭০.২৩.১৫০.২৩.১৮৮—বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর নিম্নবর্ণিত ৩৮(আটত্রিশ) জন সদস্যকে শান্তিকালীন বীরত্বপূর্ণ/সাহসিকতাপূর্ণ কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ পদক এবং এককালীন অনুদান ও ভাতা প্রদানে সরকারের সম্মতি জ্ঞাপন করা হলো:

ক্রঃ নং	পদবি, নাম, চাকরি নং ও শাখা	পদকের নাম (বাংলা/ইংরেজি)
১।	এয়ার ভাইস মার্শাল হাসান মাহমুদ খাঁন, ওএসপি, জিইউপি, এনএসডব্লিউসি, পিএসসি (বিডি/৭৯৬৯), জিডি(পি) Air Vice Marshal Hasan Mahmood Khan, OSP, GUP, nswc, psc (BD/7969), GD(P)	বিমান বাহিনী পদক (BBP)
২।	এয়ার ভাইস মার্শাল মুঃ কামরুল ইসলাম, বিএসপি, জিইউপি এনএসডব্লিউসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি (বিডি/৭৯৭৩), জিডি(পি) Air Vice Marshal Muhammad Kamrul Islam, BSP, GUP, nswc, afwc, psc (BD/7973), GD(P)	
৩।	স্কোয়াড্রন লীডার রিজওয়ান রুশদী (বিডি/৯৭০১), জিডি(পি) Squadron Leader Rizwan Rushdee (BD/ 9701), GD(P)	বিমান বাহিনী পদক (BBP) মরনোত্তর
৪।	এয়ার ভাইস মার্শাল মোঃ বদরুল আমিন, বিইউপি, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি(বিডি/৮২৭৬), জিডি(পি) Air Vice Marshal Md. Badrul Amin BPU, ndc, afwc, psc(BD/8276), GD(P)	অসামান্য সেবা পদক (OSP)
৫।	এয়ার ভাইস মার্শাল মোঃ শরীফ উদ্দীন সরকার, জিইউপি, বিপিপি, এনডিসি, পিএসসি (বিডি/৮৩০৩), জিডি(পি) Air Vice Marshal Md. Sharif Uddin Sarkar, GUP, BPP, ndc, psc (BD/8303), GD(P)	

ক্র: নং	পদবি, নাম, চাকরি নং ও শাখা	পদকের নাম (বাংলা/ইংরেজি)
৬।	এয়ার কমডোর এ কে এম শফিউল আজম, জিইউপি, এনডিসি, পিএসসি (বিডি/৮৪১৩), জিডি(পি) Air Commodore A K M Shafiul Azam, GUP, ndc, psc (BD/8413), GD(P)	অসামান্য সেবা পদক (OSP)
৭।	এয়ার কমডোর আবুল ফজল মুহাম্মদ আতিকুজ্জামান, জিইউপি, এনডিসি, পিএসসি (বিডি/৮৪৫৯), জিডি(পি) Air Commodore Abul Fazal Muhammad Atiquzzaman, GUP, ndc, psc (BD/8459), GD(P)	বিশিষ্ট সেবা পদক (BSP)
৮।	এয়ার কমডোর মুহাম্মদ শরিফুল ইসলাম, বিপিপি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি (বিডি/৮৪৮৮), জিডি(পি) Air Commodore Md Shariful Islam, BPP, afwc, psc (BD/8488), GD(P)	
৯।	এয়ার কমডোর মোঃ আসাদুল করিম, জিইউপি, এএফডব্লিউসি, এসিএসসি, পিএসসি (বিডি/৮৫১৪), জিডি(পি) Air Commodore Md. Asadul Karim, GUP, afwc, acsc, psc (BD/8514), GD(P)	
১০।	গ্রুপ ক্যাপ্টেন ফরহাদ হোসেন মাহমুদ, বিপিপি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি (বিডি/৮৬৫৫), ইঞ্জিনিয়ারিং (Group Captain Forhad Hossain Mahmud, BPP, afwc, psc (BD/8655), Engineering	
১১।	গ্রুপ ক্যাপ্টেন মোঃ জহুরুল হক, এএফডব্লিউসি, পিএসসি (বিডি/৮৬৬২), লজিস্টিক Group Captain Md Zahurul Haque, afwc, psc (BD/8662), Logistic	
১২	গ্রুপ ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ কামরুল ইসলাম, বিপিপি, এসিএসসি, পিএসসি, পিএইচডি (বিডি/৮৭৬৬), ইঞ্জিয়ারিং Group Captain Muhammed Kamrul Islam, BPP, acsc, psc, PhD (BD/8766), Engineering	
১৩।	গ্রুপ ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দিন আহমেদ, পিএসসি (বিডি/৮৭৩৯), জিডি(পি) Group Captain Salahuddin Ahmed, psc (BD/8739, GD(P)	গৌরবোজ্জ্বল উড্ডয়ন পদক (GUP)
১৪।	গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে এম নাজমুস সাদাত, পিএসসি (বিডি/৮৮১৫), জিডি(পি) Group Captain A K M Nazmus Sadat, psc(BD/8815), GD(P)	
১৫।	উইং কমান্ডার এস এম রাজীবুল ইসলাম, এফএডব্লিউসি, পিএসসি (বিডি/৮৯১১), জিডি(পি) Wing Commander S M Rajibul Islam, fawc, psc (BD/8911), GD(P)	গৌরবোজ্জ্বল উড্ডয়ন পদক (GUP)
১৬।	বিডি/৪৬২০০৫ মাস্টার ওয়ারেন্ট অফিসার মোঃ ছফিউদ্দীন, ফ্লাইট ইঞ্জিনিয়ার BD/462005 Master Warrant Officer Md Shafiuddin, Flt Engr	
১৭।	বিডি/৪৬৭৯১৯ সার্জেন্ট মোঃ আল-মামুন, ফ্লাইট ইঞ্জিনিয়ার BD/467919 Sergeant Md. Al-Mamun, Flt Engr	
১৮।	গ্রুপ ক্যাপ্টেন মোঃ মমিনুল ইসলাম, (বিডি/৮৫৫৩), এটিসি Group Captain Md. Mominul Islam, (BD/8553), ATC	বিমান উৎকর্ষ পদক (BUP)
১৯।	গ্রুপ ক্যাপ্টেন মোঃ আব্দুল আহাদ, বিএসপি, পিএসসি, (বিডি/৮৭১৮), জিডি(পি) Group Captain Md Abdul Ahad, BSP,psc (BD/8718), GD(P)	
২০।	উইং কমান্ডার মোঃ মারুফ হাসান, পিএসসি (বিডি/৮৮৪২), জিডি(পি) Wing Commander Md. Maruf Hasan, psc (BD/8842), GD(P)	
২১।	উইং কমান্ডার মোঃ সহিদুল ইসলাম, বিপিপি (বিডি/৮৯২৮), লজিস্টিক Wing Commander Md Shahidul Islam, BPP (BD/8928), Logistic	
২২।	স্কোয়াড্রন লিডার এ কে এম শওকত উল্লাহ সামিও (বিডি/৯৬২৬), জিডিপি Squadron Leader A K M Sawkat Ullah Sameo (BD/9626), GD(P)	
২৩।	বিডি/৪৬২৩৪৭ মাস্টার ওয়ারেন্ট অফিসার মজিবুর রহমান, সেক এসি (জিডি) BD/462347 Master Warrant officer Muzibur Rahman, Sec Asst(GD)	
২৪।	বিডি/৪৬২৩৫০ মাস্টার ওয়ারেন্ট অফিসার মোঃ আবুল কালাম আজাদ, প্রশাসনিক সহকারী BD/462350 Master Warrant Officer Md Abul Kalam Azad, Admin Asst	
২৫।	বিডি/৪৬৫৫৩৪ ওয়ারেন্ট অফিসার মোঃ মফিজুল ইসলাম, ইঞ্জিন ফিটার BD/465534 Warrant Officer Md Mofizul Islam, Eng Fitt	

ক্র: নং	পদবি, নাম, চাকরি নং ও শাখা	পদকের নাম (বাংলা/ইংরেজি)
২৬।	বিডি/৪৬৫৫৮২ ওয়ারেন্ট অফিসার মোঃ আতিকুর রহমান, ইএন্ডআই ফিটার BD/465582 Warrant Officer Md Atikur Rahman, E&I Fitt	বিমান উৎকর্ষ পদক (BUP)
২৭।	বিডি/৫০১৩৭০ মাস্টার ওয়ারেন্ট অফিসার (এমওডিসি) মোঃ আরিফুজ্জামান, জিডি BD/501370 Master Warrant Officer (MODC) Md Arifuzzaman, GD	
২৮।	গ্রুপ ক্যাপ্টেন রাহাত শামস্, পিএসসি (বিডি/৮৭০৪), শিক্ষা Group Captain Rahat Shams, psc (BD/8704), Education	বিমান পারদর্শিতা পদক (BPP)
২৯।	স্কোয়াড্রন লীডার সোহানা চৌধুরী (বিডি/৯৮৬১), ইঞ্জিনিয়ারিং Squadorn Leader Shohana Chowdhury (BD/9861), Engineering	
৩০।	বিডি/৪৬১১৬৭ মাস্টার ওয়ারেন্ট অফিসার সিরাজুল ইসলাম, চিকিৎসা সহকারী BD/461167 Master Warrant Officer Sirajul Islam, Med Asst	
৩১।	বিডি/৪৬১৪৭৭ মাস্টার ওয়ারেন্ট অফিসার মোঃ আশেকুর রহমান, জেনারেল ইঞ্জঃ BD/461477 Master Warrant Officer, Md Ashiqur Rahman, Gen Engg	
৩২।	বিডি/৪৬২৫৫৬ সিনিয়র ওয়ারেন্ট অফিসার মোঃ রবিউল ইসলাম, ইএন্ডআই ফিটার BD/462556 Senior Warrant Officer Md Rabiul Islam, E&I Fitt	
৩৩।	বিডি/৪৬৩০৯৩ সিনিয়র ওয়ারেন্ট অফিসার মোঃ খাইরুল বাশার, সেক এসি (জিডি) BD/463093 Senior Warrant Officer Md Khairul Bashar, Sec Asst (GD)	
৩৪।	বিডি/৪৬৩৪৪৩ সিনিয়র ওয়ারেন্ট অফিসার মোঃ লোকমান হোসেন, জেনারেল ইঞ্জঃ BD/463443 Senior Warrant Officer Md. Lokman Hossain, Gen Engg	
৩৫।	বিডি/৪৬৩৮৬০ সিনিয়র ওয়ারেন্ট অফিসার মোঃ মাসুদ রানা, সেক এসি (জিডি) BD/463860 Senior Warrant Officer Md. Masud Rana, Sec Asst (GD)	
৩৬।	বিডি/৪৬৪৫২১ ওয়ারেন্ট অফিসার মোহাম্মদ জুলজালাল, মিউজিক BD/464521 Warrant Officer Muhammad Julzalal, Music	
৩৭।	বিডি/৪৬৮৬৬৯ সার্জেন্ট মোঃ নেহাল হোসেন, প্রভোস্ট BD/468669 Sergeant Md. Nehal Hossain, Provost	বিমান পারদর্শিতা পদক (BPP)
৩৮।	বিডি/৪৭০১০৭ কর্পোরাল মোহাম্মদ রাজেন হাসান, প্রভোস্ট BD/470107 Corporal Mohammad Razen Hasan, Provost	

২। বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীতে বীরত্বপূর্ণ/সাহসিকতাপূর্ণ কাজের জন্য পদক, এককালীন অনুদান ও ভাতা সংক্রান্ত নীতিমালা-২০১৩ এর ধারা ৮(ক) অনুযায়ী এ অর্থ বিমান বাহিনীর উপযুক্ত বাজেট খাত/কোড হতে সংকুলান করা হবে।

৩। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মাহ্‌মুদা মাসুম
সিনিয়র সহকারী সচিব।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
বাণিজ্য সংগঠন-২

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৪ আশ্বিন ১৪৩০/০৯ অক্টোবর ২০২৩

নং ২৬.০০.০০০০.১৫৭.৩৩.০২৩.৯৭.৫৭৪—'বাংলাদেশ লিজিং এন্ড ফাইন্যান্স কোম্পানীজ এসোসিয়েশন' সংগঠনটি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের টিও লাইসেন্স প্রাপ্ত একটি বাণিজ্য সংগঠন; যার লাইসেন্স নম্বর ২৭/৯৮ তারিখ ০১-১২-১৯৯৮;

যেহেতু, বাণিজ্য সংগঠনটি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রেরিত পত্রাদির জবাব দেয়নি;

যেহেতু, টিও লাইসেন্স প্রাপ্তির পর থেকে বাণিজ্য সংগঠনটি লাইসেন্সের বিধি-বিধান পালন করতে ব্যর্থ হয়েছে;

যেহেতু, বাণিজ্য সংগঠনের নির্বাচন সংক্রান্ত তথ্যাদি সংশ্লিষ্ট নথিতে পাওয়া যায়নি;

যেহেতু, বাণিজ্য সংগঠনটি বার্ষিক সভার কার্যবিবরণীতে উত্থাপিত বার্ষিক প্রতিবেদন দাখিল করতে ব্যর্থ হয়েছে;

যেহেতু, বাণিজ্য সংগঠনটি অডিট রিপোর্ট, আয়-ব্যয়ের হিসাব এবং ব্যালেন্সসীট নিয়মিতভাবে দাখিল করেনি;

যেহেতু, বাণিজ্য সংগঠনটি বাণিজ্য সংগঠন আইন, ২০২২ এবং বাণিজ্য সংগঠন বিধিমালা, ১৯৯৪ এর বিধি-বিধান যথাযথভাবে প্রতিপালনে ব্যর্থ হয়েছে :

যেহেতু, লাইসেন্স বাতিল কেন করা হবে না সে মর্মে কারণ দর্শানোর নোটিশ এবং তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়েছে এবং নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হবার পরও জবাব পাওয়া যায়নি; এবং

যেহেতু, ০৫-১১-১৯৯৯ তারিখে আরজেএসসিতে নিবন্ধন পরবর্তী কোন রিটার্ন পরিদপ্তরে দাখিল করা হয়নি।

সেহেতু, বাংলাদেশ লিজিং এন্ড ফাইন্যান্স কোম্পানীজ এসোসিয়েশন-এর অনুকূলে লাইসেন্স মঞ্জুরের পর থেকে সংগঠনটি

সম্পূর্ণ অকার্যকর অবস্থায় রয়েছে বিধায় বাণিজ্য সংগঠন আইন, ২০২২ এর ধারা ৫ এবং বাণিজ্য সংগঠন বিধিমালা, ১৯৯৪ এর ১১ (১) বিধির আওতায় বাংলাদেশ লিজিং এন্ড ফাইন্যান্স কোম্পানীজ এসোসিয়েশন-এর অনুকূলে ০১-১২-১৯৯৮ তারিখে প্রদত্ত লাইসেন্স নম্বর ২৭/৯৮ এতদ্বারা বাতিল করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মালেকা খায়রুন্নেছা
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
প্রাণিসম্পদ-৩ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ২৩ আশ্বিন ১৪৩০/০৮ অক্টোবর ২০২৩

নং ৩৩.০০.০০০০.১১৯.২৭.০০৪.২৩-২৬৮—যেহেতু, বিসিএস (পশুসম্পদ) ক্যাডারের ১৯তম ব্যাচের কর্মকর্তা ডাঃ এবিএম আব্দুর রউফ (গ্রেডেশন নং-১১৩৩), জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, সাতক্ষীরা-এর বিরুদ্ধে একই ব্যাচের কর্মকর্তা ও তার সহকর্মী ডাঃ বিপ্লবজিৎ কর্মকার (গ্রেডেশন নং-১৪০৯), ভেটেরিনারি অফিসার, জেলা ভেটেরিনারি হাসপাতাল, সাতক্ষীরা-এর অফিস কক্ষে প্রবেশ করে আকস্মিকভাবে হামলা করার অভিযোগের বিষয়ে একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা কর্তৃক প্রাথমিক তদন্ত করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তার তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী তিনি অফিস চলাকালীন জেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর-এর করিডোরের কলাপসিবল গেইট তালাবদ্ধ থাকার বিষয়টিকে কেন্দ্র করে শিষ্টাচার বহির্ভূতভাবে এবং দাপ্তরিক শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে অফিস কক্ষে আপত্তিজনক বাক্য বিনিময় এবং সহকর্মীর সাথে হাতাহাতির অভিযোগে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে গত ০৯-০৮-২০২৩ তারিখের ৩৩.০০.০০০০.১১৯.২৭.০০৪.২৩-২০৩ সংখ্যক পত্রে বিভাগীয় মামলা নং-০৩/২০২৩ রুজু করে কারণ দর্শানো হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগের বিষয়ে লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির জন্য আবেদন করায় গত ২১-০৯-২০২৩ খ্রিঃ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়; শুনানিকালে তিনি লিখিত বক্তব্যও প্রদান করেন;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী আনীত অসদাচরণের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে। অফিস চলাকালীন জেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর-এর করিডোরের কলাপসিবল গেইট তালাবদ্ধ থাকার বিষয়টিকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে তিনি একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা হিসেবে শান্তিপূর্ণভাবে বিষয়টি সমাধান করতে পারতেন। তবে তিনি অনাকাঙ্খিত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয়েছেন বিধায় তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হলো এবং তিনি দণ্ড পাওয়ার যোগ্য;

সেহেতু, বিসিএস ১৯তম ব্যাচের (পশুসম্পদ) ক্যাডারের কর্মকর্তা ডাঃ এবিএম আব্দুর রউফ (গ্রেডেশন নং-১১৩৩), জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, সাতক্ষীরা-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী আনীত 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় অভিযোগের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিক সকল বিষয়াদি বিবেচনা করে তাকে একই বিধিমালা বিধি ৪(২)(ক) অনুযায়ী লঘুদণ্ড হিসেবে 'তিরস্কার' দণ্ড প্রদান করা হলো।

০২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৩৩.০০.০০০০.১১৯.২৭.০০৫.২৩-২৬৯—যেহেতু, বিসিএস ১৯তম ব্যাচের (পশুসম্পদ) ক্যাডারের কর্মকর্তা ডাঃ বিপ্লবজিৎ কর্মকার (গ্রেডেশন নং-১৪০৯), ভেটেরিনারি অফিসার, জেলা ভেটেরিনারি হাসপাতাল, সাতক্ষীরার দাখিলকৃত অভিযোগের বিষয়ে একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা কর্তৃক প্রাথমিক তদন্ত করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তার তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী তিনি অফিস চলাকালীন জেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর-এর করিডোরের কলাপসিবল গেইট বন্ধ রাখেন। উক্ত বিষয়টিকে কেন্দ্র করে তার সহকর্মী ও একই ব্যাচের কর্মকর্তা ডাঃ এবিএম আব্দুর রউফ (গ্রেডেশন নং-১১৩৩), জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, সাতক্ষীরা এর সাথে অফিস চলাকালে অফিস কক্ষে শিষ্টাচার বহির্ভূত এবং দাপ্তরিক শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে আপত্তিজনক বাক্য বিনিময় এবং উভয় সহকর্মীর মধ্যে হাতাহাতির মত ঘটনা ঘটেছে বিধায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে গত ০৯-০৮-২০২৩ তারিখের ৩৩.০০.০০০০.১১৯.২৭.০০৫.২৩-২০৪ সংখ্যক পত্রে বিভাগীয় মামলা নং-০৪/২০২৩ রুজু করে কারণ দর্শানো হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগের বিষয়ে লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির জন্য আবেদন করায় গত ২১-৯-২০২৩ খ্রিঃ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়; শুনানিকালে তিনি লিখিত বক্তব্যও প্রদান করেন;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ (খ) অনুযায়ী আনীত অসদাচরণের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে। অফিস চলাকালীন জেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর-এর করিডোরের কলাপসিবল গেইট তালাবদ্ধ রাখার বিষয়ে তিনি একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা হিসেবে শান্তিপূর্ণভাবে বুঝিয়ে বলতে পারতেন। কোন উদ্ভূত পরিস্থিতিতে উস্কানিমূলক বক্তব্য কোনভাবেই কাম্য নয়। তিনি অনাকাঙ্খিত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয়েছেন বিধায় তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হলো এবং তিনি দণ্ড পাওয়ার যোগ্য;

সেহেতু, বিসিএস ১৯তম ব্যাচের (পশুসম্পদ) ক্যাডারের কর্মকর্তা ডাঃ বিপ্লবজিৎ কর্মকার (গ্রেডেশন নং-১৪০৯), ভেটেরিনারি অফিসার, জেলা ভেটেরিনারি হাসপাতাল, সাতক্ষীরা-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী আনীত 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় অভিযোগের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিক সকল বিষয়াদি বিবেচনা করে তাকে একই বিধিমালার বিধি ৪(২)(ক) অনুযায়ী লঘুদণ্ড হিসেবে 'তিরস্কার' দণ্ড প্রদান করা হলো।

০২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. নাহিদ রশীদ
সচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৭

আদেশ

তারিখ : ২৬ আশ্বিন ১৪৩০/১১ অক্টোবর ২০২৩

নং **১০.০০.০০০০.১৩১.১১.০৭৬.৮৩-৩৫৫**—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে (জনাব মোঃ লুৎফুর রহমান, জন্ম তারিখ : ১৪-১২-১৯৯৬ খ্রি. পিতা-মোঃ আব্দুল লতিফ, মাতা-হাসিনা আক্তার, গ্রাম-উত্তরপাড়া বগুলা, ওয়ার্ড নং-০৩, ডাকঘর-চরভৈরবী, উপজেলা-হাইমচর, জেলা-চাঁদপুর) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে চাঁদপুর জেলার হাইমচর উপজেলার ০৬ নং চরভৈরবী ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনর্নির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনোরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুরাদ জাহান চৌধুরী
সিনিয়র সহকারী সচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
জননিরাপত্তা বিভাগ
আইন-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৪ আশ্বিন ১৪৩০/০৯ অক্টোবর ২০২৩

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০২৯.২২.১৩৪৮**—ময়মনসিংহ জেলার মুক্তাগাছা থানার মামলা নং ০৬, তারিখ : ১৬-০৯-২০২১ খ্রিঃ-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৮/৯(৩)/১০/১২/১৩ ধারার অপরাধে জড়িত মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

০২। এমতাবস্থায়, তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

০৩। জননিরাপত্তা বিভাগের আইন-২ শাখার ১৮-০৬-২০২৩ তারিখের ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০০২.২৩-৭৫৩ নম্বর স্মারকে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন এতদদ্বারা বাতিল করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
আশাফুর রহমান
উপসচিব।

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়
শুল্ক-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০১ কার্তিক ১৪৩০/১৭ অক্টোবর ২০২৩

নং ০৮.০০.০০০০.০৩৮.৬৫.০১৮.১৪-১০৬—যেহেতু, এস.এম. শামীমুর রহমান (পরিচিতি নম্বর-৩০০২১৯), উপ কমিশনার হিসেবে কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, সিলেট এর অধীনে আবগারী ও ভ্যাট বিভাগ, সিলেট-এ কর্মরত থাকাকালীন তাকে কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, সিলেট এর ১৯ জানুয়ারি ২০২২ তারিখের ২৯০ নম্বর স্মারকের মাধ্যমে উক্ত অফিস হতে কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, সিলেট এর সদর দপ্তরে বদলি করা হয়। কিন্তু তিনি আবগারী ও ভ্যাট বিভাগ, সিলেট হতে দায়িত্ব হস্তান্তর করেননি এবং বদলিকৃত কর্মস্থলে যোগদান করেননি। তিনি গত ২১ জানুয়ারি ২০২২ তারিখ হতে অদ্যাবধি (প্রায় ২০ মাসের অধিক) কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন। কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, সিলেট এর ০৪ এপ্রিল ২০২২ তারিখের ১৬৩৪ নম্বর এবং ২৫ এপ্রিল ২০২২ তারিখের ২২২৯ নম্বর স্মারকের মাধ্যমে অননুমোদিতভাবে দীর্ঘদিন কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় তাকে কারণ দর্শানোর জন্য নির্দেশ দেয়া হলেও তিনি কোন জবাব দাখিল করেননি;

০২। যেহেতু, এস.এম. শামীমুর রহমান, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, সিলেট এর ১৯ জানুয়ারি ২০২২ তারিখের বদলির আদেশ অগ্রাহ্য করেছেন এবং কর্তৃপক্ষের কারণ দর্শানোর নির্দেশের জবাব না দিয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আইনসংগত আদেশ অমান্য করেছেন, যা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি-২(খ) অনুযায়ী অসদাচরণের সামিল এবং তিনি ২১ জানুয়ারি ২০২২ তারিখ হতে অদ্যাবধি (প্রায় ২০ মাসের অধিক) অর্থাৎ ৬০ (ষাট) দিনের অধিক সময় অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন, যা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি-২(চ) অনুযায়ী পলায়নের সামিল;

০৩। যেহেতু, উল্লিখিত অভিযোগসমূহের প্রেক্ষিতে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি-৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এবং একই বিধিমালার বিধি-৩(গ) অনুযায়ী 'পলায়ন (desertion)' এর অভিযোগে অভিযুক্ত করে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক এ বিভাগের ০৮ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখের ০৮..০০.০০০০.০৩৮.৬৫.০১৮.১৪-০৫ সংখ্যক স্মারকে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানায় রেজিস্টার্ড ডাকযোগে এবং ই-মেইলযোগে অভিযোগনামা প্রেরণ করা হয়। কিন্তু তিনি অভিযোগনামার কোন জবাব দাখিল করেননি;

০৪। যেহেতু, অত:পর আনীত অভিযোগসমূহ তদন্তের জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তার দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি-৩ (খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এবং একই বিধিমালার বিধি-৩(গ) অনুযায়ী 'পলায়ন (desertion)'এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করা হয়;

০৫। যেহেতু, অভিযোগনামা, তদন্ত কর্মকর্তার দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রমাণাদিসহ সার্বিক পর্যালোচনায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি-৪(৩)(গ) অনুযায়ী 'চাকরি হতে অপসারণ' গুরুদণ্ড আরোপের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

০৬। যেহেতু, এ বিভাগের ১৪ জুন ২০২৩ তারিখের ০৮.০০.০০০০.০৩৮.৬৫.০১৮.১৪-৬৯ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে অভিযুক্ত কর্মকর্তা এস. এম. শামীমুর রহমান এর বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানায় রেজিস্টার্ড ডাকযোগে এবং ই-মেইল যোগে দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রেরণ করা হয়। কিন্তু দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশের কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

০৭। যেহেতু, দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব না পাওয়ায় অভিযুক্ত কর্মকর্তা এস.এম. শামীমুর রহমান এর অনুকূলে গুরুদণ্ড আরোপের বিষয়ে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি-৭(১০) এবং বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন (পরামর্শ) প্রবিধানমালা, ১৯৭৯ এর বিধি-৬ অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশনের পরামর্শের জন্য প্রেরণ করা হয়;

০৮। যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশন সচিবালয়ের ২২ আগস্ট ২০২৩ তারিখের ৮০.০০.০০০০.১০৪.০৩৪.০২৯.২৩-১২২ নম্বর স্মারকে অভিযুক্ত কর্মকর্তা এস. এম. শামীমুর রহমান, উপ-কমিশনার এর অনুকূলে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি-৪(৩)(গ) অনুযায়ী **'চাকরি হতে অপসারণ'** গুরুদণ্ড আরোপ করা যায় মর্মে পরামর্শ প্রদান করা হয়;

০৯। যেহেতু, এস. এম. শামীমুর রহমান, উপ-কমিশনার-কে 'চাকরি হতে অপসারণ' এর প্রস্তাব মহামান্য রাষ্ট্রপতি গত ১৫ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে সদয় অনুমোদন করেন।

১০। সেহেতু, বি.সি.এস (শুল্ক ও আবগারী) ক্যাডারের কর্মকর্তা এস. এম. শামীমুর রহমান, উপ-কমিশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, সিলেট-কে সরকারি **'চাকরি হতে অপসারণ'** গুরুদণ্ড প্রদান করা হলো।

আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম
সিনিয়র সচিব।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ৭ কার্তিক ১৪৩০/২৩ অক্টোবর ২০২৩

নং ০৮.০০.০০০০.০৩৮.৬৫.০২০.১৪.৪৭০—বি.সি.এস (শুল্ক ও আবগারী) ক্যাডারের কর্মকর্তা জনাব মোঃ হাফিজুল ইসলাম (পরিচিতি নম্বর-৩০০১৯০), উপ-কমিশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, রংপুর-কে জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ এর গ্রেড-৫ (টাকা ৪৩,০০০—৬৯,৮৫০/-) স্কেলে নিম্নোক্ত শর্তে যুগ্ম কমিশনার পদে পদোন্নতি প্রদান করা হলোঃ

শর্তসমূহ

(ক) তিনি ২৭ এপ্রিল ২০২২ তারিখ হতে যুগ্ম কমিশনার পদে ধারণাগত জ্যেষ্ঠতা প্রাপ্য হবেন;

(খ) উল্লিখিত ধারণাগত জ্যেষ্ঠতা শুধুমাত্র চাকরির ধারাবাহিকতা, জ্যেষ্ঠতা ও বেতন নির্ধারণের ক্ষেত্রে গণনা করা হবে। এতে যুগ্ম কমিশনার পদে প্রকৃত যোগদানের তারিখের পূর্বে বকেয়া আর্থিক সুবিধাদি প্রাপ্য হবেন না।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মকিমা বেগম
উপসচিব।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
পৌর-১ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ১৫ কার্তিক ১৪৩০/৩১ অক্টোবর ২০২৩

নং৪৬.০০.০০০০.০৬৩.২৭.০০৩.২০(অংশ-১)-১৬৩০— যেহেতু, সৈয়দ জাহাঙ্গীর আলম, পিতা; সৈয়দ শমসের আলম চৌধুরী দিনাজপুর পৌরসভার মেয়র এর দায়িত্ব পালন করছেন, এবং যেহেতু, তার বিরুদ্ধে মাননীয় আপীল বিভাগের আদালত অবমাননার দায়ে উদ্ভূত কনটেম্পট পিটিশন নং-৪৮/২০২৩ এর ১২-১০-২০২৩ তারিখের প্রদত্ত আদেশে ০১ (এক) মাসের জন্য বিনাশ্রাম কারাদণ্ড সাথে ০১ (এক) লক্ষ টাকা জরিমানা এবং জরিমানার অর্থ গাওসুল আযম বিএনএসবি চক্ষু হাসপাতাল, দিনাজপুর বরাবর জমা প্রদানের জন্য, অন্যথায় আরও ০১ (এক) সপ্তাহের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করেছেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে গত ১৮-১০-২০২৩ তারিখে বিজ্ঞ চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, দিনাজপুর এ আত্মসমর্পণ করলে বিজ্ঞ আদালত তাকে ০১ (এক) মাসের সাজা ভোগের নিমিত্ত জেল হাজতে প্রেরণ করেন; এবং

যেহেতু, মাননীয় আপীল বিভাগের আদালত অবমাননার দায়ে উদ্ভূত উক্ত মামলায় উল্লিখিত দণ্ড আরোপ করায় এবং বিজ্ঞ চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, দিনাজপুর কর্তৃক তাকে জেল হাজতে প্রেরণ করায় স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ধারা ৩২(১)(খ)(ঘ) এবং (২) অনুযায়ী তাকে মেয়র পদ হতে অপসারণের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে; এবং

যেহেতু, স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ৩১(১) অনুযায়ী কোন পৌরসভার মেয়র এর বিরুদ্ধে অপসারণের কার্যক্রম শুরু করা হলে অথবা ফৌজদারী মামলায় অভিযোগপত্র বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক গৃহীত হলে, সেক্ষেত্রে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় মেয়র কর্তৃক ক্ষমতা প্রয়োগ পৌরসভার স্বার্থের পরিপন্থী অথবা প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণে সমীচীন না হলে, সরকার কর্তৃক লিখিত আদেশের মাধ্যমে মেয়র অথবা কাউন্সিলরকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করতে পারবে মর্মে বিধান রয়েছে; এবং

যেহেতু, মাননীয় আপীল বিভাগের আদালত অবমাননার দায়ে উদ্ভূত উক্ত মামলায় উল্লিখিত দণ্ড আরোপ করায় এবং বিজ্ঞ চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, দিনাজপুর কর্তৃক তাকে জেল হাজতে প্রেরণ করায় স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ধারা ৩২(১)(খ)(ঘ) অনুযায়ী 'পৌরসভা বা রাষ্ট্রের হানিকর কার্যকলাপে জড়িত থাকা, নৈতিক স্খলনজনিত অপরাধে আদালত কর্তৃক দণ্ডিত এবং অসদাচরণ ও ক্ষমতার অপব্যবহার' এর দায়ে তাকে মেয়র এর পদ হতে অপসারণের কার্যক্রম শুরু করায়, তাঁর কর্তৃক দিনাজপুর পৌরসভার মেয়র এর ক্ষমতা প্রয়োগ করা প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণে সমীচীন নয় মর্মে সরকার মনে করে;

সেহেতু, স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ধারা ৩১(১) অনুযায়ী সৈয়দ জাহাঙ্গীর আলম, পিতা: সৈয়দ শমসের আলম চৌধুরী-কে দিনাজপুর পৌরসভার মেয়র এর পদ হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো।

২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৪৬.০০.০০০০.০৬৩.২৭.০০৩.২০(অংশ-১)-১৬৩১—দিনাজপুর পৌরসভার মেয়র সৈয়দ জাহাঙ্গীর আলম এর বিরুদ্ধে মাননীয় আপীল বিভাগে আদালত অবমাননার দায়ে উদ্ভূত কনটেম্পট পিটিশন নং-৪৮/২০২৩ এর ১২-১০-২০২৩ তারিখের প্রদত্ত আদেশে ০১ (এক) মাসের জন্য বিনাশ্রাম কারাদণ্ড সাথে ০১ (এক) লক্ষ টাকা জরিমানা এবং জরিমানার অর্থ গাওসুল আযম বিএনএসবি চক্ষু হাসপাতাল, দিনাজপুর বরাবর জমা প্রদানের জন্য, অন্যথায় আরও ০১ (এক) সপ্তাহের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করেছেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে গত ১৮-১০-২০২৩ তারিখে বিজ্ঞ চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, দিনাজপুর এ আত্মসমর্পণ করলে বিজ্ঞ আদালত তাকে তাকে ০১(এক) মাসের সাজা ভোগের নিমিত্ত জেল হাজতে প্রেরণ করেন। যা স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন ২০০৯ এর ৩২ ধারায় পরিপন্থি। স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ধারা ৩২(১)(খ)(ঘ) এবং (২) অনুযায়ী তাঁকে উক্ত পৌরসভার মেয়র পদ হতে অপসারণের কার্যক্রম শুরু করায় উক্ত আইনের ধারা ৩১(১) অনুযায়ী তাঁকে দিনাজপুর পৌরসভার মেয়র পদ হতে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।

২। এমতাবস্থায়, দিনাজপুর পৌরসভার মেয়র সৈয়দ জাহাঙ্গীর আলম-কে পৌরসভার মেয়র পদ হতে অপসারণের কার্যক্রম শুরু হওয়ায় এবং তাঁকে মেয়র পদ হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করায় স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ধারা ৩১(২) অনুযায়ী দিনাজপুর পৌরসভার মেয়র প্যানেলের জ্যেষ্ঠতার ক্রম অনুযায়ী প্যানেল মেয়র-১-কে উক্ত পৌরসভার মেয়র এর দায়িত্ব অর্পণ করা হলো।

৩। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আব্দুর রহমান
উপসচিব।

জননিরাপত্তা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
শৃঙ্খলা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ২৩ আশ্বিন ১৪৩০/৮ অক্টোবর ২০২৩

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০৩৮.২০২০-৪২১—যেহেতু, জনাব মোঃ হাবিবুল্লাহ দালাল (বিপি-৭৭০৬১১৯৭০৫), সহকারী পুলিশ সুপার, নৌ-পুলিশ, ঢাকা হিসেবে কর্মকালে এ বিভাগে পুলিশ-১ অধিশাখার ১৩-০১-২০১৬ তারিখের ৪৪.০০.০০০০.০৯৪.০৯.০০৬.১৬-৬১ নম্বর স্মারকমূলে তাকে অষ্ট্রেলিয়ায় পিএইচডি ডিগ্রী অর্জনের লক্ষ্যে ৩০-০১-২০১৬ তারিখ হতে ২৯.০১.২০১৮ তারিখ পর্যন্ত ২ (দুই) বছরের শিক্ষা ছুটি মঞ্জুর করা হয়। পরবর্তীতে তার প্রেষণের মেয়াদ ৩ (তিন) বছর বৃদ্ধির (৩০.০১.২০১৮ হতে ৩১.১২.২০২০ পর্যন্ত) আবেদনটি পুলিশ অধিদপ্তরের ০৭-০৫-২০১৮ তারিখের-জিএ/৩১-২০১৪ (অংশ-৩)/১৫৯০ নম্বর স্মারকমূলে এ বিভাগে অগ্রগামী করা হলে তা যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক না-মঞ্জুর করে ০১-১১-২০১৮ তারিখের ৪৪.০০.০০০০.০৯৪.০৯.০০৬.১৬-১৩৯১ নম্বর স্মারকমূলে তা জানিয়ে দেয়া হয় এবং একই সাথে তাকে দেশে প্রত্যাবর্তন করতঃ কর্মস্থলে যোগদানের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। তার প্রেষণের মেয়াদ বৃদ্ধির আবেদন না-মঞ্জুর হওয়ার বিষয়টি ডিআইজি, নৌ-পুলিশের কার্যালয় কর্তৃক সোস্যাল মিডিয়া (ফেসবুক মেসেঞ্জার) মাধ্যমে তাকে অবহিত করা হয়। পরবর্তীতে পুলিশ অধিদপ্তরের ২৬.০৬.২০১৯ তারিখের ৪৪.০১.০০০০.০১১.৩৯.০০৩.১৯-২১১৯(৩) নম্বর স্মারকমূলে তার কর্মস্থলে যোগদানের নির্দেশনাটিও ডিআইজি নৌ-পুলিশের কার্যালয় কর্তৃক সোস্যাল মিডিয়ার (ফেসবুক ও মেসেঞ্জার) মাধ্যমে তাকে অবহিত করা হয়। তথাপি তিনি দেশে ফিরে কর্মস্থলে যোগদান না করে অষ্ট্রেলিয়ায় অবস্থান করেন এবং কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে ৩০.০১.২০১৮ তারিখ হতে ২১.০৩.২০২১ তারিখ পর্যন্ত কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন। তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(গ) অনুযায়ী যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে জননিরাপত্তা বিভাগ হতে ১৮.০২.২১ তারিখের ৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০৩৮.২০২০-৩৬ নম্বর স্মারকমূলে তার নিকট অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী জারি করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে অভিযুক্ত কর্মকর্তা ০৮-০৩-২০২১ তারিখে কারণ দর্শানোর জবাব প্রদান করেন এবং তিনি ব্যক্তিগত শুনানিতে অংশ গ্রহণের ইচ্ছা পোষণ করেননি;

০২। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার কারণ দর্শানোর জবাব এবং প্রাসঙ্গিক সকল তথ্যাদি বিবেচনা করে অভিযোগ প্রমাণিত হলে গুরু দণ্ড আরোপের সম্ভাবনা থাকায় আনীত অভিযোগসমূহ তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন প্রদানের জন্য জনাব রুমানা আক্তার, পিপিএম (বিপি-৭৫০১০১০০৬৮), বিশেষ পুলিশ সুপার, সিআইডি, ঢাকা-কে ২৭-০১-২০২২ তারিখে বর্ণিত বিভাগীয় মামলার তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

০৩। যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা ১৩-০৪-২০২২ তারিখে তার তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। তদন্ত প্রতিবেদনে জনাব মোঃ হাবিবুল্লাহ দালাল (বিপি-৭৭০৬১১৯৭০৫), সহকারী পুলিশ সুপার এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(গ) অনুযায়ী যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে তদন্ত কর্মকর্তা মতামত প্রদান করেন। অভিযোগের গুরুত্ব ও অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় গুরুদণ্ড আরোপের সম্ভাবনা থাকায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(৯) বিধি অনুসারে তাকে ২য় কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হয়। তদপ্রেক্ষিতে তিনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে ২য় কারণ দর্শানোর জবাব প্রদান করেন; এবং

০৪। সেহেতু, সার্বিক পর্যালোচনান্তে জনাব মোঃ হাবিবুল্লাহ দালাল (বিপি-৭৭০৬১১৯৭০৫), সাবেক সহকারী পুলিশ সুপার, নৌ-পুলিশ, ঢাকা এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপ-বিধি ২(ঘ) মোতাবেক আদেশ প্রদানের তারিখ হতে ০২ (দুই) বছরের জন্য 'বেতন গ্রেডের নিম্নতর ধাপে অবনমিতকরণ' লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো। তিনি ভবিষ্যতে উক্ত মেয়াদের কোনো বকেয়া প্রাপ্য হবেন না এবং উক্ত মেয়াদ বেতন বৃদ্ধির জন্য গণনা করা যাবে না।

০৫। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ : ৩১ আশ্বিন ১৪৩০/১৬ অক্টোবর ২০২৩

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০১৪.২২-৪২২—যেহেতু, জনাব মোঃ মশিয়ার রহমান (বিপি-৮৮১৪১৬৬২৮৪),সহকারী পুলিশ সুপার, সাময়িক বরখাস্তকৃত ১৭-০৯-২০২০ তারিখ যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে বর্তমান কর্মস্থলে ডিআইজি, সিলেট রেঞ্জ অফিসে অনুপস্থিত আছেন। তিনি ২৬-০৩-২০২১ তারিখে কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত রাঙ্গামাটি জেলা ভ্রমণ করেন। রাঙ্গামাটি জেলায় অবস্থানকালে তিনি অ্যালকোহল পান করে মদ্যপ অবস্থায় পুলিশ সুপার, রাঙ্গামাটিসহ অন্যান্য পুলিশ সদস্যদের সাথে অসংলগ্ন ও অশোভন আচরণ করেন। তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে জননিরাপত্তা বিভাগ হতে ২২-০২-২২ তারিখে ৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০১৪.২০২২-৮৫ নং স্মারকমূলে তার নিকট অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী জারি করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে অভিযুক্ত কর্মকর্তা ০৮-০৩-২০২২ তারিখে কারণ দর্শানোর জবাব প্রদান করেন এবং তিনি ব্যক্তিগত শুনানীতে অংশ গ্রহণের ইচ্ছা পোষণ করেননি;

০২। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার কারণ দর্শানোর জবাব এবং প্রাসঙ্গিক সকল তথ্যাদি বিবেচনা করে অভিযোগ প্রমাণিত হলে গুরুদণ্ড আরোপের সম্ভাবনা থাকায় আনীত অভিযোগসমূহ তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন প্রদানের জন্য জনাব মোহাম্মদ রেজা সরোয়ার (বিপি-৮১১২১৪৭৭৮৫) অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, বান্দরবান-কে ১৪-০৬-২০২২ তারিখে বর্ণিত বিভাগীয় মামলায় তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

০৩। যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা ১০-০৪-২০২৩ তারিখে তার তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। তদন্ত প্রতিবেদনে জনাব মোঃ মশিয়ার রহমান (বিপি-৮৮১৪১৬৬২৮৪), সহকারী পুলিশ সুপার এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে তদন্ত কর্মকর্তা মতামত প্রদান করেন। অভিযোগের গুরুত্ব ও অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় গুরুদণ্ড আরোপের সম্ভাবনা থাকায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(৯) বিধি অনুসারে তাকে ২য় কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হয়। তদপ্রেক্ষিতে তিনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে ২য় কারণ দর্শানোর জবাব প্রদান করেন। তার জবাব পর্যালোচনা করা হয়।

০৪। সেহেতু, সার্বিক পর্যালোচনায় জনাব মোঃ মশিয়ার রহমান (বিপি-৮৮১৪১৬৬২৮৪), সহকারী পুলিশ সুপার, সাময়িক বরখাস্তকৃত এবং সিলেট রেঞ্জের ডিআইজি কার্যালয়, সিলেটে সংযুক্ত এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ বিধি ৪ এর উপ-বিধি ২(ঘ) মোতাবেক আদেশ প্রদানের তারিখ হতে ০৩ (তিন) বছরের জন্য 'বেতন গ্রেডের নিম্নতর ধাপে অবনমিতকরণ' লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো। তিনি ভবিষ্যতে উক্ত মেয়াদের কোনো বকেয়া প্রাপ্য হবেন না এবং উক্ত মেয়াদ বেতন বৃদ্ধির জন্য গণনা করা যাবে না।

০৫। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, বিপিএএ
সিনিয়র সচিব।

আইন-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৭ কার্তিক ১৪৩০/২ নভেম্বর ২০২৩

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১৬.১৯-১৪৫১—বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, ঢাকা এর ০১-১১-২০২৩ তারিখের ০৫.৪১.২৬০০.০১১.০৪.০২১.১৮-৮৪৬ নং সূত্রোক্ত প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে অভিযুক্ত ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধি ১৮৬০ এর অধ্যায় VI এর অন্তর্ভুক্ত ১২৪-ক ধারার অপরাধ আমলে নেয়ার লক্ষ্যে ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮২৪ এর ১৯৬ ধারার বিধান মোতাবেক সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

জোসেফা ইয়াসমিন
সিনিয়র সহকারী সচিব।

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
ডিএফডিপি শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২ কার্তিক ১৪৩০ বঙ্গাব্দ/১৮ অক্টোবর ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৩৫.০০.০০০০.০২৯.০৭.০৩৫.২০২৩-৫৬০—বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের অধীন সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "উইকেয়ার ফেজ-১: ঝিনাইদহ-যশোর মহাসড়ক (এন-৭) উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামো ও অন্যান্য সম্পদের পরিমাপ বা পরিমাণের বিষয়ে পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনা (RAP) অনুযায়ী প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ক্ষতিগ্রস্তদের প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে Property Valuation Advisory Committee (PVAC) নির্দেশক্রমে নিম্নোক্তভাবে গঠন করা হলো:

Property Valuation Advisory Committee (PVAC) এর গঠন ও কার্যপরিধি নিম্নরূপ:

আহবায়ক

(১) সংশ্লিষ্ট প্রকল্প ব্যবস্থাপক (নির্বাহী প্রকৌশলী), সওজ, উইকেয়ার ফেজ-১, ঝিনাইদহ-যশোর মহাসড়ক (এন-৭) উন্নয়ন প্রকল্প।

সদস্যবৃন্দ

(২) সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধি (ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা অথবা সমপর্যায়ের কর্মকর্তা)।

(৩) সংশ্লিষ্ট উপ প্রকল্প ব্যবস্থাপক, সওজ, উইকেয়ার ফেজ-১: ঝিনাইদহ-যশোর মহাসড়ক (এন-৭) উন্নয়ন প্রকল্প।

(৪) নির্মাণ কাজ তদারকি প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট আবাসিক প্রকৌশলী (প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক নির্ধারিত)।

সদস্য-সচিব

(৫) iNGO এর সংশ্লিষ্ট এরিয়া ম্যানেজার।

কমিটির কার্যপরিধি:

(ক) প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামো ও অন্যান্য সম্পদের পরিমাপ বা পরিমাণের বিষয় অনুমোদিত RAP অনুযায়ী পর্যালোচনা ও যাচাই-বাছাইকরণ;

(খ) টাইটেল্ড ও নন-টাইটেল্ড হিসাবে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি, গৃহস্থালি, এনটিটি (সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান), CRP (শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, কমিউনিটি সেন্টার, কবরস্থান, শশ্মান ইত্যাদি) এর ক্ষতিপূরণ ও অন্যান্য প্রাপ্যতার পরিমাণ অনুমোদিত RAP এর Entitlement Matrix অনুযায়ী নির্ধারণ;

(গ) প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট (PIU), পুনর্বাসন কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়নকারী বেসরকারী সংস্থা (iNGO) ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সরকারি/বেসরকারি সংস্থার সহযোগিতায় ক্ষতিগ্রস্ত সম্পদের মূল্য নির্ধারণ;

(ঘ) কমপক্ষে দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের ঐক্যমতের সাপেক্ষে সভার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে;

(ঙ) কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত নির্ধারিত ক্ষতিগ্রস্ত সম্পদের মূল্য সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে; এবং

(চ) কমিটির সকল কার্যক্রম প্রকল্পের জন্য অনুমোদিত পুনর্বাসন কর্ম-পরিকল্পনা (RAP) এর আলোকে পরিচালিত হবে।

০২।উল্লেখ্য, সরকার প্রয়োজনবোধে গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে উপরে বর্ণিত কমিটিসমূহের গঠন ও কার্যপরিধি পরবর্তীতে পরিবর্তন করতে পারবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মেরিনা নাজনীন
যুগ্মসচিব।

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
জাহাজ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২১ কার্তিক, ১৪৩০/৬ নভেম্বর, ২০২৩

নং ১৮.০০.০০০০.০২৪.০৬.০০১.১৯.২০২—নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সভাপতিত্বে ৩০-০৯-২০১৯ তারিখে নাবিক ও প্রবাসী শ্রমিক কল্যাণ পরিদপ্তর এর সার্বিক উন্নয়ন, আর্থিক ও প্রশাসনিক বিষয়ে অনুষ্ঠিত সভার ৪ নং সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ মার্চেন্ট শিপিং অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ এর ১২(১) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নে বর্ণিত সদস্যবর্গের সমন্বয়ে "নাবিক কল্যাণ বোর্ড" পুনঃ গঠন করা হলো:

সভাপতি

১. অতিরিক্ত সচিব (সংস্থা-১), নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

সদস্যবৃন্দ

২. মহাপরিচালক, নৌপরিবহন অধিদপ্তর বা একজন প্রতিনিধি

৩. যুগ্মসচিব/উপসচিব (জাহাজ), নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

৪. বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন এর একজন প্রতিনিধি

৫. প্রিন্সিপাল অফিসার, নৌবাণিজ্য দপ্তর, চট্টগ্রাম

৬. শিপিং মাষ্টার, সরকারি সমুদ্র পরিবহন অফিস,চট্টগ্রাম

৭. সহকারী পরিচালক/উপপরিচালক, নাবিক ও প্রবাসী শ্রমিক কল্যাণ পরিদপ্তর, চট্টগ্রাম

৮. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ সীম্যান্স এসোসিয়েশন, চট্টগ্রাম

৯. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ সীফ্যারার্স ইউনিয়ন চট্টগ্রাম

১০. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ বিএসসি সীম্যান্স এসোসিয়েশন, চট্টগ্রাম

১১. সভাপতি, বাংলাদেশ সমুদ্রগামী জাহাজ মালিক সমিতি, ঢাকা

১২. বিদেশি জাহাজ মালিক সমিতি (আইএমইসি) এর একজন প্রতিনিধি

১৩. বাংলাদেশ নাবিক রিক্রুটিং এজেন্ট এসোসিয়েশনের একজন প্রতিনিধি

১৪. বাংলাদেশ মার্চেন্ট মেরিন অফিসার্স এসোসিয়েশনের একজন প্রতিনিধি

১৫. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মেসার্স হক এন্ড সন্স লিঃ, চট্টগ্রাম

সদস্য-সচিব

১৬. পরিচালক, নাবিক ও প্রবাসী শ্রমিক কল্যাণ পরিদপ্তর, চট্টগ্রাম

'নাবিক কল্যাণবোড' এর কার্যপরিধি (TOR):

যে সকল নাবিক তীরে অথবা জাহাজে নিয়োজিত আছে তাদের কল্যাণ সাধনে এবং বিশেষ করে নিম্নলিখিত বিষয়ে নাবিকদের কীভাবে উন্নতি সাধন করা যায় সে বিষয়ে বোর্ড সরকারকে পদক্ষেপ গ্রহণের পরামর্শ ও সুপারিশ প্রদান করবে:

(ক) নাবিকদের ভবিষ্যত তহবিল বিধান;

(খ) নাবিকদের জন্য হোস্টেল নির্মাণ

(গ) নাবিকদের জন্য ক্লাব, ইন্টারন্যাশনাল ড্রপ-ইন সেন্টার, কম্পিউটার ল্যাব, কেন্টিন, লাইব্রেরি, ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা স্থাপন

(ঘ) নাবিকদের জন্য হাসপাতাল/মেডিকেল ইউনিট/ প্যাথলজি সেন্টার/ডায়াগনষ্টিক সেন্টার স্থাপন অথবা ডাক্তারি চিকিৎসা বিধানসহ যে কোনো উন্নয়ন স্কীম গ্রহণ বা চলমান কার্যক্রম পরিচালনার সুপারিশ প্রদান;

(ঙ) নাবিক ও নাবিক সন্তানদের জন্য শিক্ষা সহায়তা এবং অন্যান্য সুবিধাদি;

(চ) জাহাজে চাকুরিরত নাবিকদের পরিবার পরিজনকে সামাজিক নিরাপত্তা বিধানে সহযোগিতা প্রদান;

(ছ) নাবিকদের কল্যাণে বিভিন্ন তহবিল পরিচালনায় সুপারিশ প্রদান;

(জ) বিদেশের বন্দরে আটকে পড়া নাবিকদের দেশে প্রত্যাবাসনে সহযোগিতা প্রদান;

(ঝ) সময়ের নিরেখে নাবিকদের কল্যাণ সাধনে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ ও সুপারিশ করা;

২। প্রয়োজনে কমিটি যেকোনা সদস্যকে কোঅপ্ট করতে পারবে।

৩। প্রজ্ঞাপন জারির তারিখ হতে এ আদেশ কার্যকর হবে।

৪। সভাপতির অনুমোদনক্রমে কমিটি নিয়মিত ভাবে ০৪(চার) মাস অন্তর অন্তর কমিটির সভা আহ্বান করবেন।

৫। এ আদেশ যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সৈয়দ আলী আহসান
উপসচিব।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
জামস শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ৫ নভেম্বর ২০২৩ খ্রি.।

নং ৩২.০০.০০০০.০৩৮.০৬.১৩৮.১৯.৭৯—জাতীয় মহিলা সংস্থা আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ৯ নং আইন) এর ১১ ধারার (৩) উপধারা মোতাবেক উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, মিঠাপুকুর এর সুপারিশের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে জাতীয় মহিলা সংস্থা মিঠাপুকুর উপজেলা কমিটির সদস্য হিসেবে নির্দেশক্রমে পুনরায় মনোনীত করা হলো:

ক্রমিক নং	সংশ্লিষ্ট ধারা	সদস্য শ্রেণি	নাম ও ঠিকানা	পদবি
০১	১১(১)(ঘ)	সমাজসেবী	নাসরীন দিলারা আফরোজ পল্লবী, স্বামী: মোঃ আব্দুর রহিম মুকুল, গ্রাম: খোর্দ্দ মুরাদপুর, ডাকঘর: বেগম রোকেয়া স্মৃতি, মিঠাপুকুর, রংপুর	চেয়াম্যান
০২	১১(১)(চ)	বিশিষ্ট মহিলা	মোছাঃ রাহেলা খাতুন, স্বামী: মোঃ সাইদুর রহমান, গ্রাম: সুলতানপুর, ডাকঘর: মিঠাপুকুর, মিঠাপুকুর, রংপুর;	সদস্য
০৩	১১(১)(চ)	বিশিষ্ট মহিলা	মোছাঃ ফেরদৌসি বেগম, স্বামী: মোঃ রহমত আলী, গ্রাম: জগদীশপুর, ডাকঘর: শুকুরের হাট, মিঠাপুকুর, রংপুর	সদস্য
০৪	১১(১)(চ)	বিশিষ্ট মহিলা	মিসেস দেলওয়ারা বেগম, স্বামী: মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, ইউনিয়ন: মিলনপুর, মিঠাপুকুর, রংপুর;	সদস্য
০৫	১১(১)(গ)	শিক্ষিকা	উ হ ম সনজিদা বেগম জিরা, স্বামী: মোঃ মোকসেদুল হক মন্ডল, গ্রাম: জুম্মাজল ছত্তর, রানীপুকুর, মিঠাপুকুর, রংপুর।	সদস্য

২। উপরোল্লিখিত সদস্যগণের মধ্য হতে ১ নং ক্রমিকের জনাব নাসরীন দিলারা আফরোজ পল্লবী, স্বামী: মোঃ আব্দুর রহিম মুকুল উক্ত কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

৩। কমিটির মনোনীত চেয়ারম্যান ও বর্ণিত সদস্যগণ ০৫-১১-২০২৩ তারিখ হতে পুনরায় দু'বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকবেন। তবে শর্ত থাকে যে, সরকার উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে তাঁদের পদ থেকে অপসারণ করতে পারবে এবং তারাও সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে যে কোন সময় স্বীয় পদ ত্যাগ করতে পারবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

দিলিপ কুমার দেবনাথ
সিনিয়র সহকারী সচিব।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
বেসরকারি কলেজ-৬ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৫ কার্তিক ১৪২৯/৩১ অক্টোবর ২০২২

নং ৩৭.০০.০০০০.০৭০.৩৮.০০১.১৭.৩২৩—'সরকারিকৃত কলেজ শিক্ষক ও কর্মচারী আত্তীকরণ বিধিমালা-২০১৮' এর আলোকে বাগেরহাট জেলার ফকিরহাট উপজেলাধীন 'শেখ হেলাল উদ্দীন কলেজ' গত ২৭ অক্টোবর ২০২২ তারিখ হতে সরকারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোসা: রোকেয়া পারভীন
উপসচিব (বেসরকারি কলেজ-৬)।